বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সমন্বিত গবেষণার প্রয়াস উন্মোচন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-বায়োটেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি-এর যৌথ উদ্যোগ' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ

"গবেষণার মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব"

গবেষণার মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে আমূল পরিবর্তন আনা ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার লক্ষ্যে আজ ১৭ মে ২০১৭ ইং তারিখ, বুধবার, সকাল ১০টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকের ডা. মিল্টন হলে 'সমন্বিত গবেষণার প্রয়াস উন্মোচন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-বায়োটেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি-এর যৌথ উদ্যোগ (A Seminar and Panel Discussion, Unlocking Mutual benefit: Academia-Industry Collaboration)' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টাবলিসমেন্ট অফ এ সেন্টার ফর এডভান্সড বায়োমেডিক্যাল বিসার্চ-এর উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান। সেমিনারে তথ্য ও জ্ঞানসমৃদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান এমিরেটাস অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস-এর ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক লিয়াকত আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার, সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. অধ্যাপক ডা. এ এস এম জাকারিয়া স্বপন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল। সভাপতিত্ব করেন বেসিক সায়েন্স ও প্যারা ক্লিনিক্যাল সায়েন্স অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. এম ইকবাল আর্সলান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ মোজাম্মেল হক। সূচনা বক্তব্য রাখেন এসটাবলিসমেন্ট অফ এ সেন্টার ফর এডভান্সড বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ-এর সাব প্রজেক্ট ম্যানেজার সহযোগী অধ্যাপক ডা. এস কে মোঃ খোরশেদ আলম। প্যানেলিস্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের হেকেপ প্রজেক্টের প্রকল্প পরিচালক ড. গৌরাঙ্গ চন্দ্র মোহন্ত (গড়যধহঃধ) এনডিসি, জনাব মোঃ মোকলেসুর রহমান, পিএইচডি, অধ্যাপক সৈয়দ শরীফুল ইসলাম, অধ্যাপক সৈয়দ আতিকুল হক, জনাব আব্দুল মুক্তাদির, ডা. তাসনিম আরা। সঞ্চালনা করেন সহকারী অধ্যাপক ডা. ফারিহা হাসিন ও সহকারী অধ্যাপক ডা. মশিউর রহমান খসরু।

সেমিনারের প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে একটি জ্ঞান সমৃদ্ধ রিসার্চ গ্রুপ। চিকিৎসাসেবাসহ স্বাস্থ্যসেবায় নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ, নীতি নির্ধারণ ও নতুন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে গবেষণার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন গবেষণাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে শিগগিরই স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিভার্সিটি রিসার্চ সেন্টার চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নির্মাণাধীন কনভেনশন সেন্টারের লাইব্রেরিসহ চারটি ফ্লোরে হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিভার্সিটি রিসার্চ সেন্টার। বর্তমানে ইউনিভার্সিটি রিসার্চ সেন্টার চালুর বিষয়টি তত্ত্বাবধান করছেন এসটাবলিসমেন্ট অফ এ সেন্টার ফর এডভান্সড বায়োমেডিক্যাল বিসার্চ-এর সাব প্রজেক্ট ম্যানেজার সহযোগী অধ্যাপক ডা. এস কে মোঃ খোরশেদ আলম। তিনি আরো বলেন, রোগীদের স্বার্থে ও জনগণের কল্যাণে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে 'সমন্বিত গবেষণার প্রয়াস উন্মোচন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-বায়োটেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি-এর যৌথ উদ্যোগ' শীর্ষক এই সেমিনার। প্রকৃতপক্ষে, সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমেই বাস্তব ও কল্যাণধর্মী গবেষণা বাস্তবায়ন হতে পারে। মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অন্য বক্তারা চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, গবেষণার মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব। বক্তারা উল্লেখ করেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন, নতুন চিকিৎসা সামগ্রী তৈরি ও ওষুধ তৈরিতে গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। আর এ গবেষণা কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করতে ও তা মানুষের কল্যাণে ব্যবহার উপযোগী করে মানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে সরকারের পাশাপাশি বায়োটেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি ও ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানীসমূহের সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য। গবেষণার ভান্ডারে নতুন নতুন তথ্য সংযোজন, নতুন নতুন উদ্ভাবনী, জনস্বার্থে গবেষণাকে উৎসাহিত করা, নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার, রোগ নির্ণয়ের নতুন নতুন পদ্ধতির

উদ্ভাবন, নতুন নতুন সর্বাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন, রোগীদের কল্যাণে বিশ্ব বাজারে নতুন ওষুধ ও পণ্য বাজারজাতকরণ, নতুন নতুন বায়োটেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি তৈরি, নতুন নতুন চিকিৎসা সামগ্রী তৈরি, চিকিৎসার জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি তৈরি এবং অদূর ভবিষ্যতে চিকিৎসাসেবাসহ সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবা ও ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতেই 'সমন্বিত গবেষণার প্রয়াস উন্মোচন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-বায়োটেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি-এর যৌথ উদ্যোগ' শীর্ষক সেমিনারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সেমিনারে আরো জানানো হয়, গবেষণার জন্য বায়োটেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি ও ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানীসমূহ যৌথভাবে পৃথিবীজুড়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাদের এই গবেষণা কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। মূলত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ ও শিক্ষার্থীবৃন্দ সর্বপ্রথম মূল গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। পরে সেই গবেষণা লব্ধ তথ্য ও জ্ঞানকে মানুষের ব্যবহার ও ভোগের উপযোগী করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বাজারজাত করে থাকে বায়োটেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি ও ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানীগুলো।